দৈনিক সংবাদ

শিক্ষা ... পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন
কেন্দ্র

246

08 DEC 1988
৫ কলাম ৬

মেডিক্যাল কলেজসমূহে ভর্তির যোগ্যতা

আমি সংবাদপত্রে ১৯৮৮ সালের মেডিক্যাল কলেজসমূহে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত ভর্তির নিয়মাবলীর প্রতি সদাশয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। পরিবর্তিত নিয়মাবলীর কথা শুনিয়া সকলেই আশা করিয়া ছিল যে এই বৎসরে অধিক সংখ্যক ছাত্রছাত্রী ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতে পারিবে। কিন্তু পত্রিকায় প্রকাশিত নিয়মাবলী দেখিয়া অনেকেই নিরাশ হইয়াছে। বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিয়মিত পরীক্ষা দেওয়ার পর একই রেজিস্ট্রেশনে তিনবার ক্যাজুয়াল হিসাবে পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ দান করে। সেক্ষেত্রে ১৯৮৩ সালে যে সকল ছাত্রছাত্রী এস,এস,সি পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়াছে ও ১৯৮৫ সালে নিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসাবে এইচ,এস,সি পরীক্ষা দেওয়ার কথা তাদের ১৯৮৮ সালে ক্যাজুয়াল পরীক্ষার্থী হিসাবে অংশগ্রহণ করার শেষ সুযোগ রহিয়াছে। যারা ১৯৮৮ সালে ক্যাজুয়াল পরীক্ষার্থী হিসাবে উত্তীর্ণ ও অন্যান্য নিয়মাবলী অর্থাৎ প্রতি বৎসর শতকরা ২৫ নম্বর কাটিয়া ১২০০ বা ততোধিক নম্বর পাইয়াছে, তাহারা ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতে পারিতেছে না। তাই এই সমস্ত ছাত্রছাত্রী পরীক্ষাতে ভাল করিয়াও ভর্তি পরীক্ষাতে সুযোগ লাভে বঞ্চিত হইতেছে।

তাই সদাশয় সরকারের নিকট আবেদন, যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীর বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত শেষ সুযোগ গ্রহণ করিয়া সফলতার সাথে কৃতকার্য হইতেছে তাহাদেরকে ১৯৮৮ সালের মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিবার সুযোগ দেওয়া হউক।

জনৈক অভিভাবক।

আত্মীকৃত কলেজসমূহের বেতন বৈষম্য প্রসঙ্গে

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি শহীদ জিয়াউর রহমানের আমলে তৎকালীন সরকারের জাতীয়করণ কর্মসূচীর আওতায় আমাদের কলেজটি প্রথম পর্যায়ে আত্মীকৃত হয়েছিল। ঐ সময়ে আমার চাকরিকাল এবং আত্মীকরণ হবার পরের চাকরিকাল মিলিয়ে আমার মোট সরকারী চাকরিকাল বর্তমানে বার বছরের অধিক। আমাদের কলেজ তথা অনেক আত্মীকৃত কলেজে এখনও অনেক প্রভাষক রয়েছেন যাঁদের চাকরিকাল চৌদ্দ/পনের বছর। আট বছর চাকরিকাল হলেই যেখানে অন্যান্য বিভাগে এমনকি শিক্ষা বিভাগেও পদোন্নতির ব্যবস্থা রয়েছে, সেখানে বার/চৌদ্দ/পনের বছরেও আমাদের পদোন্নতির সুযোগ অদ্যাবধি হয়নি। আর্থিক ক্ষেত্রেও আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি।

আমার চাকরিকাল বার বছর হওয়া সত্ত্বেও মূল বেতন ২৫১০/- টাকা অথচ গত বছর এ শহরেই আত্মীকৃত একটি মহিলা কলেজের জনৈক প্রভাষকের সাড়ে ছ'বছর চাকরিকালে মূল বেতন দাঁড়িয়েছে ৩১৭০/- টাকা। একই দেশে একই পদ-ও পেশায় নিয়োজিত দু'জন চাকরিজীবী যাঁদের চাকরিকালে বিরাট পার্থক্য তাঁদের বেতনের ক্ষেত্রে এ বৈষম্য কেন? আর এ রকম বৈষম্যের শিকার কেবলমাত্র আমরা ক'জনাই নই, দেশের সরকারী কলেজসমূহের শত শত সহকারী অধ্যাপক/প্রভাষক চাকরির ক্ষেত্রে সিনিয়র হওয়া সত্ত্বেও জুনিয়রদের চেয়ে প্রতিমাসে আট/ন'শ' টাকা কম পাচ্ছেন। দেশে শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনা করার নিমিত্ত একটি পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রণালয় থাকলেও একদিকে তারা একটি সাধারণ ফরমূলা বের করে বৈষম্য দূর করতে যেমন ব্যর্থ হয়েছেন ঠিক তেমনি বিগত আড়াই বছর যাবৎ চেষ্টা করেও পদোন্নতির তালিকা প্রণয়ন করতে পারেননি। তাই আমার ন্যায় ভুক্তভোগীদের জিজ্ঞাসা, যদি পদ না থাকে তবে আমাদের টাইমস্কেল প্রদান পূর্বক বেতনের এ বৈষম্য দূর করা হোক।

আমরা শুনতে পাচ্ছি বন্যার ফলে সৃষ্ট অর্থনৈতিক কারণে নাকি পদোন্নতি বন্ধ রয়েছে। এটা শুধুমাত্র কি 'মানুষ গড়ার কারিগর'দের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে? অন্যদের ক্ষেত্রে তো তা শুনতে পাই না। আর এদেশে তো মনে হয় বন্যা আগামী বছরগুলোতেও হবে। তবে কি কোনদিনই আমাদের পদোন্নতি অথবা বৈষম্যের অবসান হবে না?

তাই শিক্ষা মন্ত্রণালয় তথা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিকট আমার আকুল আবেদন, পদোন্নতির দেরী থাকলে বা পদ খালি না থাকলে আমার ন্যায় ভুক্তভোগীদের টাইমস্কেল প্রদানপূর্বক এজাতীয় বৈষম্য দূরীকরণে সচেষ্ট হবেন। ভুক্তভোগী প্রভাষকবৃন্দের পক্ষে

মো: রফিকুল ইসলাম,
প্রভাষক,
পদার্থবিদ্যা বিভাগ,
নবাবগঞ্জ সরকারী কলেজ,
চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
[illegible]